ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৯১৯

আগরতলা,৩০ নভেম্বর,২০২৩

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার ১৫ দিন পূর্তি

সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র : মুখ্যমন্ত্রী

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার ১৫ দিন পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নয়াদিল্লি থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপ্তদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে সরাসরি মতবিনিময় করেন। রাজ্যের মান্দাই ব্লকের লক্ষ্মীপুর ভিলেজে এই অনুষ্ঠান ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। লক্ষ্মীপুর ভিলেজে ভিডিও সম্প্রচার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার ১৫ দিন পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি প্রকল্পে দেশব্যাপী জনঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যা ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার পর্যন্ত করার প্রকল্পের শুভারম্ভ, এমস দেওঘরের ১০ হাজারতম জনঔষধি কেন্দ্রের লোকার্পণ এবং মহিলা ও স্বসহায়ক দলগুলিকে রোজগারে সহায়তার জন্য দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রী মহিলা কিষাণ ড্রোন কেন্দ্র খোলার কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। লক্ষ্মীপুর ভিলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এছাড়াও ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল, মান্দাই বিএসির চেয়ারম্যান ধীরেন্দ্র দেববর্মা, সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষচন্দ্র সাহা, জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার ১৫ দিন পূর্তি উপলক্ষে নয়াদিল্লির অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, এই কর্মসূচিতে এখন পর্যন্ত দেশের ১২ হাজার গ্রামে ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়ি পৌঁছে গিয়েছে। এরফলে প্রায় ৩০ লক্ষ জনগণ আগামীদিনে উপকৃত হবেন।

২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এই কাজে সকলস্তরের মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রান্তিক জনপদের যাদের কাছে এখনও সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ পৌঁছায়নি তাদের চিহ্নিত করে সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা শুরু করা হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর থেকে এই কর্মসূচির সাথে সাথে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রদানের জন্য শুরু হয়েছে প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযান। এই দুই কর্মসূচি ১০০ শতাংশ সাফল্যের লক্ষ্যে রাজ্যের ৮ জেলার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার সদস্যদের দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী উপস্থিত সকলকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার শপথবাক্য পাঠ করান।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনে ৩টি স্বসহায়ক দলের সদস্যদের হাতে ঋণের চেক, গর্ভবতী মহিলাকে পোষণ কিটস, উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে পাওয়ার উইডার, মৎস্য দপ্তর থেকে আইস বক্স সহ মোটরসাইকেল সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেন। এছাড়াও শিবিরে বন দপ্তর থেকে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিভিন্ন ফল ও অর্থকরি ফসলের চারা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, আজকের এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে মোট ১২টি প্রদর্শনী স্টলও খোলা হয়।

*****